সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার

ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল, পাকে পাকে তড়পায় সমকাল... স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত গানটির জ্বালাময়ী সুরের আবেদন সেই সময় এদেশের প্রতিটি মুক্তিকামী বাঙালীর মনে আগুন ঝরাতো। এই আগুন ঝরা গানের সংগ্রামী সুরকারই সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার। একই সঙ্গে অসামান্য সঙ্গীত শিল্পী ও সফল সুরকার খুব বেশী দেখা যায় না। বিশেষ করে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা, রবীন্দ্র-নজরুল সব গানেই দ্বিধাহীন পারঙ্গমতা। পাশাপাশি গণসঙ্গীত, দেশের গান, একুশের গান, আধুনিক গান, ভক্তিগীতি, ছড়া গান প্রভৃতিতে আবেদনময় অসাধারণ সুর সৃষ্টি। মূলতঃ গুনী সঙ্গীত শিল্পী ও অনন্য সুরকার এ দুইয়ের সমন্বয় ঘটেছিল ব্যক্তি সাধন সরকারের মধ্যে।

বহুমুখী প্রতিভাধর সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার জন্মগ্রহণ করেন খুলনা শহরে, ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে; বাংলায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে। পিতা কেশব চন্দ্র দে, মাতা সুখদা সুন্দরী দেবী। আদি নিবাস বৃহত্তর ঢাকার মানিকগঞ্জ জেলার দাসোরা গ্রামে। শৈশবেই তাঁর অকাল পিতৃ বিয়োগ ঘটে। বিধবা মাতার স্নেহে ও তত্বাবধানে কিশোর সাধন সরকারের লেখাপড়া চলতে থাকে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে খুলনা শহরের বি কে ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। তৎকালীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা এ দুটি কারনে মূলতঃ তাঁর লেখাপড়া আর এগোয়নি। তবে তিনি ছিলেন স্বশিক্ষিত, যার প্রমাণ তাঁর লেখা গল্প, নাটক, কবিতা পড়লেই বোঝা যায়। পড়াশুনা না থাকলে এই বিষয়গুলি কলমের মাধ্যমে বেরিয়ে আসতো না। লেখালেখির অভ্যাসটি তাঁর একটি গুণ বা বৈশিষ্ট।

ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক পরিবেশের ভেতর দিয়েই তাঁর সঙ্গীতের সাথে পরিচয়। মায়ের সাথে কৃষ্ণের আরাধনায় ভক্তিগীতিতে গলা মেলাতেন এবং খোল বাজাতেন। এভাবেই সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েন। ১৯৪৭ এর পর তিনি কিশোরী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এর কাছে বাঁশী বাজানো শিক্ষতে শুরু করেন। সেই সঙ্গে ওস্তাদ শামসুদ্দীন এবং ওস্তাদ শাহাজাহানের কাছে কণ্ঠ সঙ্গীতেও তাঁর সাধনা শুরু হয়। এরপর ওস্তাদ রইসউদ্দীনের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা নেন। প্রকৃত অর্থে ওস্তাদ রইসউদ্দীন ছিলেন তাঁর সঙ্গীত গুরু। এছাড়াও তিনি কালিদাস চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার মিত্রের কাছেও তালিম নেন।

মূলতঃ সাধন সরকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী। খেয়াল এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত তাঁর চর্চার ক্ষেত্র হলেও সঙ্গীতের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা ছিল অপরিসীম। যন্ত্র সঙ্গীতে তিনি সেতার, বাঁশী, এস্রাজ, তবলা ও গীটারে পারঙ্গম ছিলেন। সঙ্গীতে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান বিষয় ছিল সাধনা এবং সাধনা। সম্পূর্ণ নিজ প্রচেষ্টায় তৎকালীন সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন সঙ্গীত বিষয়ক পত্রিকা তিনি সংগ্রহ করতেন এবং নিয়মিত পড়তেন। বিদেশী দূতাবাস থেকে সঙ্গীত বিষয়ক পুস্তিকা সংগ্রহ করে পড়তেন। স্টাফ নোটেশন আয়ত্তে থাকায় দেশী রাগসঙ্গীত এবং বিদেশী সুরের সমন্বয় করা তার জন্য সহজ হয়েছে। এভাবে তিনি বিদেশী সুরের ভালো দিকগুলো নিজে সুর করার সময় ব্যবহার করেছেন। হিন্দি ভাষায় রচিত ভাতখন্ডের বই, সঙ্গীত বিষয়ক বিভিন্ন হিন্দি পত্রিকা থেকে রাগ, গান-এসব নিজেই তুলতেন। আর এভাবেই তিনি নিজের চেষ্টায় তাঁর সঙ্গীত চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন।

সাধন সরকারের জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ অধ্যায় **সন্দীপন**। এই সাংস্কৃতিক সংগঠনটি শুধু খুলনায় নয়, সারা দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশিষ্টতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। গণ অভ্যুত্থানের উত্তাল সেই দিনগুলোতে সন্দীপনের কর্মীরা গণসঙ্গীত রচনা করেছেন আর তাতে সুরারোপ করেছেন সাধন সরকার। গান রচনার এই ক্ষেত্রে- নাজিম মাহমুদ, আবুবকর সিদ্দীক, নগেন দাস, এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতার পর খুলনায় আজিজ খান প্রতিষ্ঠিত **স্কুল অব মিউজিক** এর সাথে সাধন সরকার প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন। এখানে থাকা অবস্থায় চর্যাপদে সুর সংযোজন, সুকান্তের অভিযান কাব্য নাট্যে সুরারোপ, আয়ারল্যান্ডের ফসল কাটার গান মূল ইংরেজী তেকে বাংলায় অনুবাদ করে ছড়া আকারে শিশুদের জন্য সুরারোপ, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে সুরারোপ- এরকম কিছু অনন্য কাজ তিনি করেন। বিভিন্ন ধরণের গান সুর করার ক্ষেত্রে সাধন সরকারের ভাষ্য- **বিভিন্ন রাগ ভেঙ্গে, কোন গানের সুর নকল না করে, গানের প্রতিটি শব্দের অর্থ ও ভাব বুঝে আমি সুর করি**।

তিনি ব্যক্তি জীবনে চার সন্তানের জনক। স্ত্রী মাধুরী সরকার গুনী এই শিল্পীকে আগলে রেখেছিলেন আমৃত্যু। সাধন সরকার মানুষ হিসেবে ছিলেন অতি সজ্জন, মৃদু ও স্বল্পভাষী, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, অনাড়ম্বর সাধারণ বেশভূষা সম্পন্ন অহংকারহীন, নির্ভীক একজন মানুষ। তিনি খেলাধূলা খুবই পছন্দ করতেন এবং নিজেও খেলতেন। ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, দাবা, কেরাম প্রভৃতি নিজেও খেলতেন এবং তাঁর

সন্তানদেরও উৎসাহিত করতেন। নিজে ছিলেন তৎকালীন সময়ে ক্রিকেটে সেরা উইকেট কিপার, ব্যাডমিন্টনে খুলনার রানারআপ। খেলার মাঠে সঙ্গীতের নন্দনতত্ত্ব আর খেলার শৈল্পীক উপস্থাপন একাকার হয়ে যেত।

সাধন সরকার ছিলেন সত্যবাদী। মিথ্যাচার কখনোই পছন্দ করতেন না আবার প্রশ্রয়ও দিতেন না। যেকোন ব্যক্তিকে কোন কঠিন সত্য কথা তিনি অনায়াসেই বলতেন। ১৯৮৩ 'র জানুয়ারিতে ভারতের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় খুলনায় এসেছিলেন। এক সন্ধ্যায় গানের আসরে সাধন সরকারের গান শুনে শ্যামল বাবু বলেছিলেন- **আপনি এত প্রতিভা নিয়ে এখানে পড়ে আছেন কেন?** উত্তরে সাধন সরকার বলেছিলেন- **আপনাদের মতো দেশ বিভাগের সুবিধাভোগী শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের দলে নাম লেখাতে পারিনি বলে; পারলে আজ আপনার মতো নিজ দেশে প্লেজার ট্যুরে আসতাম।**

তাঁকে যারা চিনতেন, জানতেন তারা তাঁকে সেভাবেই শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছেন। ভারতের বিশিষ্ট কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত সাধন সরকারকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করায় তিনি অবাক হয়েছিলেন। তখন অমিতাভ বাবু সব খুলে বললেন। বিষয়টি ছিল এই রকম- পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকে কোলকাতায় পাকিস্তানী বেসরকারী সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিত্বকারী ছিলেন সাধন সরকার। সেই সময় আমিতাভ দাশগুপ্তের সাথে পরিচয় হয়। সেই স্মৃতি মনে রেখেই এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। আকাশ বাণীর দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়- সাধন সরকারকে বুকে জড়িয়ে ধরে কুশল বিনিময় করেছিলেন।

সাধন সরকার মনে করতেন বড় কিছু হতে গেলে বা ভালো কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে সবার আগে প্রয়োজন ভালো মানুষ হওয়া। সেটা না হলে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়।

সাধন সরকার তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে সম্মান ও স্বীকৃতি যা পেয়েছেন- তাঁর প্রতিভার তুলনায় তা একেবারেই গৌণ। **১৯৭০** খ্রিস্টাব্দে স্কুল অব মিউজিক এর প্রতিষ্ঠাতা আজিজ খান তাঁকে প্রথম সংবর্ধনা দেন। **১৯৮৩** খ্রিস্টাব্দে কবিতালাপ- খুলনা, এরপর সুজলা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী-খুলনা, বরীন্দ্র সঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ-সিলেট শাখা তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের **২১** শে পদক, বদরুল আলম স্মৃতি পদক, চারণিক শিল্পী গোষ্ঠী প্রদত্ত সম্মাননা পদকেও তিনি ভূষিত হন। **১৯৮৪** খ্রিস্টাব্দে খুলনা পৌরসভার শতবর্ষ পূর্তীতে সঙ্গীতে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তাঁকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। **১৯৯২** খ্রিস্টাব্দে শিল্পকলা একাডেমী-ঢাকা কর্তৃক তাঁকে পদক ও সম্মাননা জানানো হয়। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক সঙ্গীতে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে মেয়র পদক (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়।

সাধন সরকার সুরারোপিত ও নাজিম মাহমুদের রচিত গানের বই **চেতনার সৈকতে** প্রকাশিত হয়েছে ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে। সাজ্জাদুর রহিম পান্থ'র সম্পাদনায় প্রতিনিধি সংস্কৃতি সংস্থা-খুলনা তাঁর বিভিন্ন গানের স্বরলিপিসহ **সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার স্মারক গ্রন্থ** নামে পরপর দুটি সংকলন প্রকাশ করে; যার প্রথমটি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে।

হঠাৎ করেই অসুস্থ হয়ে পড়েন সাধন সরকার। কিডনী জটিলতায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সঙ্গীতের সব ক্ষেত্রে তিনি এতই মগ্ন ছিলেন যে, কখনই নিজের শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। সুযোগ বুঝে অসুখটা তাই বাসা বেঁধেছিলো তাঁর দেহে। খুলনার সমস্ত মানুষ তাঁকে বাচাঁবার জন্য সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু পারেননি এই গুণী মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখতে।

জীবনের সমস্ত অর্জনকে পিছনে ফেলে **১৯৯২** খিস্টাব্দের **১৫** জুন তথা **১৩৯৯** বঙ্গাব্দের **১** আষাঢ় সঙ্গীতাচার্য সাধন সরকার পরলোক গমন করেন।

---**---